بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০১ মে, ২০২৬ মোতাবেক ০১ হিজরত, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজকে সত্যবাদিতার ওপর সর্বাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকা, দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকার ও এক্ষেত্রে বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ প্রদান করার বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনী ও জীবনাদর্শ থেকে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করব।

সর্বপ্রথম তাঁর সবচেয়ে বড়ো বিরোধী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী সাহেব, যিনি তাঁর ওপর কাফির ও মিথ্যাবাদী হবার অপবাদ আরোপ করেছিলেন, তার সেই অপবাদের যে উত্তর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দিয়েছিলেন তা তুলে ধরব। এটি এমন একটি স্পষ্ট উত্তর এবং চ্যালেঞ্জ, যদি কেউ ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে দেখে তাহলে এসব আপত্তি বিশ্বাসই করতে পারে না। কিন্তু চোখে যদি পর্দা থাকে তাহলে আলো দেখা যায় না। বর্তমান যুগের মৌলভীদের অবস্থা এমনই। একবার মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী সাহেব হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে একটি পত্র লেখেন আর এতে তাঁকে ইসলাম ধর্মের বিরোধী, কাফির ও মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বলে উল্লেখ করে, নাউযুবিল্লাহ্। তিনি (আ.) মৌলভী সাহেবকে এই পত্রের বিস্তারিত উত্তর দিতে গিয়ে লেখেন,

যদি আপনি সত্যান্বেষী হয়ে আমার জীবনচরিতে দৃষ্টিপাত করেন তাহলে নিশ্চিত প্রমাণের ভিত্তিতে এই বিষয়টি আপনার সামনে প্রকাশিত হতে পারে যে, খোদা তা'লা সর্বদা মিথ্যার অপবিত্রতা থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন। এমনকি কখনো কখনো ব্রিটিশ আদালতে আমার প্রাণ ও সম্মান এমন হুমকির মুখে পড়েছিল যে, মিথ্যা অবলম্বন করা ছাড়া কোনো সমাধান কোনো উকিল আমাকে দেয় নি। *সবাই বলেছে মিথ্যা বললে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।* কিন্তু মহা সম্মানিত আল্লাহ্ প্রদত্ত সামর্থ্যে আমি সত্যের জন্য নিজ প্রাণ ও সম্মানকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যাই। অনেক সময় অর্থ সংক্রান্ত মামলায় শুধু সত্যের জন্য আমি অনেক বড়ো বড়ো ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেছি। আর কখনো কখনো শুধু খোদা তা'লার ভয়ে নিজ পিতা ও ভাইয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছি, কিন্তু সত্যকে হাতছাড়া করি নি। তিনি (আ.) বলেন, এই গ্রাম অর্থাৎ কাদিয়ানে ও বাটালায় আমার জীবনের একটি বড়ো অংশ অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু কে প্রমাণ করতে পারবে– আমার মুখ থেকে কখনো মিথ্যা বের হয়েছে? তাই যখন আমি শুধু আল্লাহ্‌র খাতিরে মানুষের ক্ষেত্রে সূচনা থেকেই মিথ্যা বলা থেকে বিরত ছিলাম এবং বার বার নিজ প্রাণ ও সম্পদ সত্যের জন্য বিসর্জন দিয়েছি, সেক্ষেত্রে আমি খোদা তা'লা সম্পর্কে কেন মিথ্যা বলব?

বাটালভী সাহেব এই পত্রে আরও লিখেছিলেন, মিথ্যা বলা ও ধোঁকা দেওয়া তাঁর বৈশিষ্ট্যের এমনভাবে অংশ হয়ে গিয়েছে যেন তা তাঁর মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে, নাউযুবিল্লাহ্। অথচ প্রকৃত বিষয় হলো, এটি মৌলভী সাহেবের নিজের স্পষ্ট মিথ্যা ও প্রতারণা ছিল এবং এমন আপত্তি ছিল যার কোনো প্রমাণ তার কাছে ছিল না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উত্তর দিতে গিয়ে লেখেন,

শেখ সাহেব! যে ব্যক্তি মুত্তাকী ও যার জন্ম বৈধ, সে প্রথমতঃ নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ তদন্ত ব্যতীত কোনো পাপাচার ও কুফরীর অভিযোগ আরোপের ধৃষ্টতা দেখায় না। আর যদি আরোপ করে তাহলে দর্শকদের জন্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করে। অতএব, যদি আপনি উপরোল্লিখিত এই উভয় গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে সেই মহা সম্মানিত ও সর্বশক্তিমান খোদার কসম দিয়ে বলছি, যাঁর কসম দিলে মহানবী (সা.)-ও মনোযোগের সাথে উত্তর দিতেন– আপনি নিজের ধারণা অনুসারে এই দুই প্রকারের নোংরামি এ অধমের সত্তায় প্রমাণ করে দেখিয়ে দিন। অর্থাৎ, প্রথমত– আমি (নাউযুবিল্লাহ্) ইসলাম ধর্মের শত্রু ও কাফির, আর দ্বিতীয়ত– মিথ্যা বলা আমার রীতি। *দুটি আপত্তি করে থাকে– আমি নাকি মুসলমান নই; কাফির। তাহলে সে তা প্রমাণ করে দেখাক। দ্বিতীয় অভিযোগ আরোপ করে– আমি (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী; এটিও প্রমাণ করুক।* তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, নিজ স্বপ্নের ক্ষেত্রে অধিক সত্যবাদী সে-ই হয়ে থাকে যে নিজ কথায় অধিক সত্যবাদী। এই হাদীসে মহানবী (সা.) এটিকে সত্যবাদীর লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন যে, তার স্বপ্ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্য হয়ে থাকে। আর এখনই আপনি দাবি করেছেন যে, 'আমি (অর্থাৎ মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন) মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান রাখি'। অতএব, আপনি যদি এই দাবি কপটতার বশে করে না থাকেন আর আপনি যদি প্রকৃতপক্ষেই মহানবী (সা.)-এর ওপর ঈমান রাখেন এবং এ বিশ্বাস রাখেন যে, মহানবী (সা.) তাঁর কথায় সত্যবাদী, তবে আসুন– আমরা এই রীতিতে একে অপরকে পরীক্ষা করে দেখি। এই মানদণ্ডে কে সত্যবাদী প্রমাণিত হয় আর কার প্রকৃতিতে মিথ্যা রয়েছে। আর মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন,

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (সূরা ইউনুস:৬৫)

অর্থাৎ তাদের জন্য পার্থিব জীবনেও খোদার পক্ষ থেকে সুসংবাদরূপী পুরস্কার নির্ধারিত আছে। অর্থাৎ মু'মিনদের একটি বিশেষত্ব হলো, অন্যদের তুলনায় তাদের স্বপ্ন বেশি সত্য হয়ে থাকে। আর আপনি এখনই দাবি করেছেন, 'আমি পবিত্র কুরআনেও বিশ্বাস পোষণ করি'। খুবই ভালো কথা! তাহলে আসুন, পবিত্র কুরআনের মানদণ্ডেও যাচাই করে দেখি– মু'মিন হবার লক্ষণাবলি কার মাঝে রয়েছে? এই উভয় পরীক্ষা এভাবে করা যায়– বাটালা বা লাহোর অথবা অমৃতসরে একটি সভা নির্ধারণ করে উভয় পক্ষের স্বপ্নের সাক্ষী উপস্থিত করা হবে। অতঃপর আমাদের উভয়ের মাঝে যে ব্যক্তি নিশ্চিত এবং সুস্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে নিজের স্বপ্নে অধিক সত্যবাদী প্রমাণিত হবে, তার বিরোধী পক্ষের নাম কাযযাব (চরম মিথ্যাবাদী), দাজ্জাল, কাফির বরং আকফার (সবচেয়ে বড়ো কাফির), মালউন (অভিশপ্ত) অথবা যে নামই প্রস্তাব করা হবে– তাকে তৎক্ষণাৎ সেই পদক পরিয়ে দেওয়া হবে। আর আপনি যদি অতীতের কোনো প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হন তবে তা-ও আমি মেনে নিচ্ছি এবং আপনাকে ছয় মাসের অবকাশ দিচ্ছি; আপনি কয়েকটি সংবাদপত্রে আপনি আপনার এমন সব স্বপ্ন প্রকাশ করিয়ে দিন যেগুলো অদৃশ্যের বিষয়াবলি সম্বলিত। আর আমি কেবল অতীতের স্বপ্নের প্রমাণ দিয়েই ক্ষান্ত হব না, বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ চাইলে আপনার বর্ণিত স্বপ্নসমূহের বিপরীতেও আমি আমার (নতুন) স্বপ্নসমূহ প্রকাশ করাবো। যেভাবে আপনি দাবি করেছেন যে, আপনি পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস রাখেন আর আমারও দাবি হলো, আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে সেই প্রিয় নবী (সা.) এবং প্রিয় গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করি; এখন এই নিদর্শনের

ভিত্তিতে পরখ করা হবে, নিজের দাবিতে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। আমি যদি মহানবী (সা.) এবং পবিত্র কুরআন কর্তৃক নির্ধারিত এই লক্ষণের ভিত্তিতে পরাজিত হই তবে আপনি সত্যবাদী প্রমাণিত হবেন; আর আমি আপনার দাবি অনুযায়ী কাফির (অস্বীকারকারী), দাজ্জাল, বেঈমান, শয়তান, কাযযাব (চরম মিথ্যাবাদী), মুফতারী (মিথ্যা রটনাকারী) আখ্যায়িত হব। আর সেক্ষেত্রে আপনার সকল কুধারণা সঠিক ও সত্য প্রমাণিত হবে। *আপনি আমার সম্পর্কে যেসব কুধারণা পোষণ করেন সেগুলোতে আপনি সত্যবাদী গণ্য হবেন।* অর্থাৎ (আপনার ধারণানুসারে) বারাহীনে আহমদীয়াতে আমি প্রতারণা করেছি, মানুষের টাকা আত্মসাৎ করেছি এবং দোয়া গৃহীত হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করেছি আর হারাম ভক্ষণ করে জীবন অতিবাহিত করেছি। কিন্তু খোদা তা'লার সেই অনুগ্রহ যা মু'মিন, সত্যবাদী ও সৎকর্মশীলদের সাথে থাকে, তা যদি আমাকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করে তবে আপনি বলুন– তখন এই সমস্ত নাম আপনার মৌলভীসুলভ সম্মানকে সাজবে? নাকি তখনো পলায়নের কোনো পন্থা আপনার জন্য অবশিষ্ট থাকবে? *এটি চ্যালেঞ্জ ছিল।* আপনি আমাকে অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়েছেন; আমি ধৈর্য ধারণ করেছি। কিন্তু আপনি সেই সর্বশক্তিমান সত্তাকে আদৌ ভয় করেন নি যিনি আপনার পাতাল পর্যন্ত জানেন। তিনি আমাকে ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ আপনার ব্যাপারে এবং আপনার সমমনা লোকদের ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে বলেছেন,

اِنِّیْ مُھِیْنٌ مَّنْ اَرَادَ اِھَانَتَکَ

অর্থাৎ, আমি তাকে লাঞ্ছিত করব যে তোমাকে লাঞ্ছিত করার কথাও চিন্তা করে। নিশ্চয়ই জেনে রাখুন, এখন সেই সময় নিকটবর্তী যখন আল্লাহ্ তা'লা এই সমস্ত অপবাদের বিষয়ে আপনার মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণ করে দেবেন এবং অপবাদকারী ও মিথ্যাচারীদের যে লাঞ্ছনা ও অনুতাপের সম্মুখীন হতে হয়, সেই সমস্ত লাঞ্ছনার আঘাত আপনার ওপর নিক্ষেপ করবেন। মৌলভী সাহেব, আপনি দাবি করেন যে, আপনি কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর ওপর বিশ্বাস রাখেন। সুতরাং আপনি যদি আপনার এই উক্তিতে সত্যবাদী হন, তবে পরীক্ষার জন্য ময়দানে আসুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ও আপনার মাঝে স্বয়ং ফয়সালা করেন এবং যে মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল– সে যেন অপমানিত হয়। এই মুহূর্তে আমার অন্তর থেকে সত্যের সমর্থনে একটি কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসছে এবং আমি তা প্রকাশ না করে পারছি না, কারণ এটি আমার বানানো নয় বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলকা (তথা ঐশী প্রেরণা) যা প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে। তা হলো, আপনি যেহেতু আমাকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন এবং মিথ্যা বলাকে আমার মজ্জাগত বৈশিষ্ট আখ্যায়িত করেছেন, তাই এখন আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি যে, উপরোল্লিখিত রীতি অনুসারে অবিলম্বে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসুন যেন দেখা যায়, কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর বাণীর মাপকাঠিতে কে মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল এবং কাফির প্রমাণ হয়।

এই ধারাবাহিকতায় তিনি (আ.) আরও বলেন, এর সাথে আরও একটি বিষয় সত্যবাদীদের পরীক্ষার কারণ হয়ে থাকে যা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সৃষ্টি করেন। আর তা হলো, কখনো মানুষ এমন বিপদের সম্মুখীন হয় যখন মিথ্যা বলা ছাড়া মুক্তি ও সাফল্যের আর কোনো উপায় তার নজরে আসে না। তখন সে পরীক্ষিত হয় যে, তার স্বভাবে সত্যবাদিতা আছে নাকি মিথ্যা। *মৌলভী সাহেব লিখেছিলেন, আপনার প্রকৃতিতে তো কেবল মিথ্যাই রয়েছে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, এটি তো পরীক্ষার সময় জানা যায় যে*

সত্য না মিথ্যা। পরীক্ষায় বুঝা যাবে, সেই নাজুক সময়ে তার মুখ থেকে সত্য নিঃসৃত হয় নাকি সে নিজের জীবন, সম্মান ও সম্পদের আশঙ্কায় মিথ্যা বলতে শুরু করে। এই ধরনের ঘটনা এ অধমের জীবনে বহুবার ঘটেছে যা বিস্তারিত লিখতে গেলে বর্ণনা দীর্ঘ হবে; তবুও তিনটি উদাহরণ এই উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করছি– যদি এগুলোর সমতুল্য সত্যের কোনো পরীক্ষার সুযোগ আপনার জীবনে এসে থাকে, তবে আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি– আপনি সেগুলো প্রমাণসহ অবশ্যই প্রকাশ করুন যেন জানা যায়, এটি আপনার কেবলমাত্র দাবিই নয় বরং পরীক্ষা ও বিপদ কবলিত অবস্থায়ও আপনি সত্য বিসর্জন দেন নি। *অর্থাৎ কখনো মিথ্যা বলেন নি– এই দাবি করুন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসুন।* তিনি নিজের ঘটনাবলির মধ্য থেকে তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথম উদাহরণ সম্পর্কে বলেন,

সেসব ঘটনার একটি হলো, আমার শ্রদ্ধেয় পিতার ইন্তেকালের পর লাহোরের মির্যা আযম বেগ সাহেব কাদিয়ানের মালিকানার অংশীদারদের মধ্য থেকে আমার এবং আমার ভাই মরহুম মির্যা গোলাম কাদেরের বিরুদ্ধে জেলা আদালতে সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কে মামলা দায়ের করেন। আমি জানতাম, বাহ্যত সেই অংশীদারদের মালিকানা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই; কারণ সেটি একটি হারিয়ে যাওয়া জিনিস ছিল যা শিখদের আমলে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার পিতা একাকী মামলা লড়ে সেই মালিকানা ও অন্যান্য গ্রাম পুনরুদ্ধারের জন্য প্রায় আট হাজার রুপি ব্যয় করেছেন বা খুইয়েছেন, যার মাঝে ওই অংশীদারদের এক পয়সাও অবদান ছিল না। সেসব মামলা চলাকালীন সময়ে আমি যখন জয় লাভের জন্য দোয়া করি, তখন ইলহাম হয়– **أُجِيبُ كُلَّ دعائك إلا في شركائك** অর্থাৎ, আমি তোমার প্রতিটি দোয়া কবুল করব কিন্তু অংশীদারদের বিষয়ে নয়। *তুমি যে দোয়াটি করছ– এই দোয়াটি কবুল হবে না।* আমি এই ইলহাম লাভের পর আমার ভাই এবং নারী ও পুরুষ সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে একত্রিত করি, যাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো জীবিত আছেন। আর তাদের স্পষ্টভাবে বলে দিই, অংশীদারদের সাথে মামলা কোরো না, এটি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার পরিপন্থি। *আল্লাহ্ তা'লা চান না– আমরা মামলা করি।* কিন্তু তারা তা মানেন নি এবং শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ হন। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে হাজার হাজার টাকার ক্ষতির মুখেও অবিচলতা ও দৃঢ়চিত্ততা প্রকাশ পায়। *আমি আর্থিক ক্ষতি সহ্য করেছি কিন্তু নিজ কথায় অটল থেকেছি। যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা নিষেধ করেছিলেন তাই আমি মামলা লড়ি নি।* যারা এখন আমার শত্রু, তারাও এর সাক্ষী যে, আমি মামলা লড়ি নি। যেহেতু জমিদারি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় আমার ভাইয়ের হাতে ছিল, তাই আমি তাকে বার বার বুঝিয়েছি। কিন্তু তিনি শোনেন নি এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন ও মামলা হেরে যান।

দ্বিতীয় উদাহরণটি উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, প্রায় পনেরো বা ষোল বছর আগের কথা, সম্ভবত তার চেয়েও কিছুটা বেশি হবে। এ অধম ইসলামের সমর্থনের জন্য আর্যদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রালিয়া রাম নামক অমৃতসরের জনৈক খ্রিষ্টান উকিলের, যে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করত, তার ছাপাখানায় ছাপানোর উদ্দেশ্যে একটি প্রবন্ধ প্যাকেট আকারে পাঠিয়েছিলাম যার দুই পাশ খোলা ছিল। সেই প্যাকেটের ভেতরে আমি একটি চিঠিও রেখে দিয়েছিলাম। যেহেতু চিঠিতে এমন কিছু শব্দ ছিল যার মাঝে ইসলামের সমর্থন এবং অন্যান্য ধর্মের অসারতার দিকে ইঙ্গিত ছিল এবং প্রবন্ধটি ছাপানোর বিষয়ে জোর তাগিদ ছিল, তাই সেই খ্রিষ্টান ব্যক্তি ধর্মীয় বিরোধের কারণে ক্ষিপ্ত হয়। ঘটনাক্রমে শত্রুতামূলক আক্রমণের জন্য সে এই সুযোগ পেয়ে যায় যে, প্যাকেটের ভেতরে

আলাদা চিঠি রাখা আইনত একটি অপরাধ ছিল, যা সম্পর্কে এ অধমের কোনো ধারণা ছিল না। ডাকবিভাগের আইন অনুযায়ী এমন অপরাধের শাস্তি পাঁচশ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড। সুতরাং সে গোপনে খবর দিয়ে ডাক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে এ অধমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়ে দেয়। এই মামলার কোনো খবর পাবার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নের মাধ্যমে আমার কাছে প্রকাশ করে দেন, রালিয়া রাম উকিল আমাকে দংশন করার জন্য একটি সাপ পাঠিয়েছে এবং আমি সেটিকে মাছের মতো ভেজে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি জানি, এর মাঝে এই ইঙ্গিত ছিল যে, শেষ পর্যন্ত মামলাটি আদালতে যেভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে– তা এমন এক দৃষ্টান্ত যা উকিলদের জন্য (এ ধরনের মামলায়) কাজে লাগতে পারে। মোটকথা, আমাকে এই অপরাধে গুরুদাসপুর জেলার সদরে তলব করা হয়। যেসব উকিলের কাছ থেকে মামলার পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল তারা সবাই এ পরামর্শই দিয়েছিলেন যে, মিথ্যা বলা ছাড়া মুক্তির আর কোনো পথ নেই। তারা পরামর্শ দেন, আপনি এভাবে জবানবন্দি দিন যে, 'আমি প্যাকেটের ভেতরে কোনো চিঠি রাখি নি, রালিয়া রাম নিজেই হয়ত রেখে দিয়েছে'। এবং তারা আশ্বস্ত করার জন্য বলেন, এমন বয়ান দিলে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফয়সালা হয়ে যাবে এবং দুই-চারজন মিথ্যা সাক্ষী উপস্থাপন করলেই খালাস পাওয়া যাবে; অন্যথায় মামলার অবস্থা অত্যন্ত কঠিন, রক্ষা পাবার আর কোনো পথ নেই। কিন্তু আমি তাদের সবাইকে জবাব দিয়ে বলি, আমি কোনো অবস্থাতেই সত্য পরিত্যাগ করতে চাই না; যা হবার হবে, দেখা যাবে, কিন্তু আমি মিথ্যা বলব না।

অতঃপর সেই দিন বা তার পরের দিন আমাকে একজন ইংরেজ বিচারকের আদালতে হাজির করা হয় এবং আমার বিপরীতে ডাকবিভাগের একজন কর্মকর্তা সরকারি বাদি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তখন বিচারক নিজ হাতে আমার জবানবন্দি লেখেন এবং সর্বপ্রথম আমাকে এই প্রশ্নই করেন যে, এই চিঠি কি তুমি তোমার প্যাকেটে রেখেছিলে এবং এই চিঠি ও প্যাকেট কি তোমার? তখন আমি নির্দ্বিধায় উত্তর দিই, এটি আমারই চিঠি এবং আমারই প্যাকেট এবং আমিই এই চিঠি প্যাকেটের ভেতরে রেখে পাঠিয়েছিলাম। তবে সরকারের রাজস্বের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অসৎ মানসে আমি এটি করি নি। অর্থাৎ স্ট্যাম্পের টাকা বাঁচানোর জন্য এটি করি নি। বরং আমি এই চিঠিকে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু থেকে আলাদা কিছু মনে করি নি এবং এতে কোনো ব্যক্তিগত কথাও ছিল না। এই কথা শোনামাত্রই আল্লাহ্ তা'লা সেই ইংরেজ বিচারকের মন আমার দিকে ঘুরিয়ে দেন। আমার বিপরীতে ডাকবিভাগের সেই কর্মকর্তা অনেক শোরগোল করেন এবং ইংরেজিতে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন যা আমার বোধগম্য ছিল না, তবে এটুকু বুঝতে পারছিলাম যে, তার প্রতিটি যুক্তির পর সেই বিচারক ইংরেজি ভাষায় 'নো নো' (না না) বলে তার সব কথা প্রত্যাখ্যান করে। পরিশেষে যখন বাদি তার সমস্ত যুক্তি উপস্থাপন সম্পন্ন করে আর সব ক্ষোভ উগরে দেয়, তখন বিচারক রায় লেখার দিকে মনোযোগ দেন এবং সম্ভবত এক বা দেড় লাইন লিখে আমাকে বলেন, ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। এটি শুনে আমি আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসি এবং আমার প্রকৃত দয়াময় প্রভু আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, যিনি আমাকে একজন ইংরেজ কর্মকর্তা বাদির বিপরীতে জয়যুক্ত করেছেন। আমি ভালোভাবেই জানি, সেই সময় সত্যের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আমি এর আগে স্বপ্নও দেখেছিলাম যে, এক ব্যক্তি আমার টুপি খোলার জন্য হাত বাড়ায়; আমি জিজ্ঞেস করি, কী করছ? তখন সে টুপিটি আমার মাথায় রেখে দেয় এবং বলে, ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

এরপর তিনি (আ.) তৃতীয় উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, সেসব উদাহরণের একটি হলো, আমার ছেলে সুলতান আহমদ একজন হিন্দুর বিরুদ্ধে এই ভিত্তিতে মামলা করেছিল যে, সে আমাদের জমিতে ঘর তুলেছে এবং ঘরটি ভেঙে ফেলার আবেদন জানানো হয়। আর মামলা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে একটি বিষয় সঠিক ছিল না, যা প্রমাণিত হলে মামলাটি খারিজ হবার যোগ্য ছিল। আর মামলা খারিজ হলে শুধু সুলতান আহমদের নয়, বরং আমারও মালিকানা সত্ব হতে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা ছিল। তখন বিবাদী পক্ষ সুযোগ পেয়ে আমার সাক্ষ্য লিখিয়ে নেয়। তারা বলে, ঠিক আছে, আমরা তাকেই সাক্ষী মানছি; তিনি যা বলবেন আমরা তা মেনে নেব। আমি বাটালায় গেলাম এবং সাব-পোস্টমাস্টার বাবু ফতেহ উদ্দীনের বাড়িতে উঠলাম যা বাটালা তহসিলের কাছে অবস্থিত। মামলাটি একজন হিন্দু বিচারকের আদালতে ছিল যার নাম এখন মনে নেই, তবে তিনি খোঁড়া ছিলেন। সেই সময় সুলতান আহমদের উকিল আমার কাছে এসে বলে, এখন মামলা উপস্থাপনের সময়; আপনি কী জবানবন্দি দেবেন? আমি বলি, আমি সেই জবানবন্দিই দেবো যা আসল বিষয় এবং যা সত্য। তখন সে বলে, তাহলে আপনার আর আদালতে যাবার কী দরকার? আমিই চলে যাচ্ছি। *মামলা লড়ার তো আর কোনো প্রয়োজনই নেই। আপনি যদি সত্য বলেন তবে তো মামলা শেষ হয়ে যাবে।* সে বলে, আমি ফিরে যাচ্ছি যেন মামলা প্রত্যাহার করতে পারি। সুতরাং সেই মামলাটি আমি নিজের হাতেই কেবলমাত্র সত্যের খাতিরে নষ্ট করি এবং সত্যবাদিতাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য প্রাধান্য দিয়ে আর্থিক ক্ষতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। আমি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিই চেয়েছি।

এই শেষোক্ত ঘটনা দুটিও প্রমাণহীন নয়। প্রথম ঘটনার সাক্ষী গুরুদাসপুরের উকিল শেখ আলী আহমদ সাহেব এবং সরদার মুহাম্মদ হায়াত খান সাহেব CSI; এছাড়া মামলার নথিও গুরুদাসপুর অফিসে মজুদ থাকবে। আর দ্বিতীয় ঘটনার সাক্ষী বাবু ফতেহ উদ্দীন এবং স্বয়ং সেই উকিল যার নাম এখন আমার মনে নেই। আর সেই বিচারক যার কথা উল্লেখ করেছি তিনি এখন সম্ভবত লুধিয়ানায় বদলি হয়েছেন। সম্ভবত এই মামলার সাত বছর অতিক্রান্ত হয়ে থাকবে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বাটালার নবী বখশ পাটোয়ারিও এই মামলার একজন সাক্ষী।

অতঃপর মৌলভী সাহেবকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন, হে শেখ সাহেব! যদি আপনার কাছেও এই পর্যায়ের পরীক্ষার কোনো দৃষ্টান্ত থাকে– যেখানে সত্য বলার কারণে আপনার প্রাণ, মানসম্ভ্রম এবং ধনসম্পদ ধ্বংস হবার আশঙ্কা দেখা দিয়ে থাকে কিন্তু আপনি সত্য পরিত্যাগ করেন নি এবং নিজ প্রাণ ও সম্পদের কোনো তোয়াক্কা করেন নি, তবে আল্লাহ্‌র দোহাই– সেই ঘটনা পূর্ণ প্রমাণসহ উপস্থাপন করুন। অন্যথায় আমার ধারণা হলো, এ যুগের অধিকাংশ মোল্লা-মৌলভীর কথা কেবল মুখের বুলি। নতুবা তারা এক পয়সার বিনিময়ে ঈমান বিক্রি করতে প্রস্তুত, কারণ আমাদের নবী করীম (সা.) শেষ যুগের মৌলভীদেরকে 'সবনিকৃষ্ট সৃষ্টি' আখ্যায়িত করেছেন। আর আপনাদের মুজাদ্দিদ মরহুম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব 'হুজাজুল কিরামা' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন, সেই শেষ যুগ এটিই। সুতরাং এমন মৌলভীদের পরহেযগারি ও তাকওয়া প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করলে মহানবী (সা.)-এর উক্তিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়। অতএব আপনি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন; আর যদি তা করতে না পারেন তবে প্রমাণ হবে, আপনার কাছে কেবল সত্যবাদিতার দাবিই আছে, কিন্তু কোনো দাবি পরীক্ষা ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়। আপনার ভেতরের অবস্থা

আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, আপনি কখনো মিথ্যা ও অপবাদের নোংরামিতে লিপ্ত হয়েছেন কি না। সেটা আমি জানি না, আল্লাহই ভালো জানেন, অদৃশ্যের জ্ঞান তো তিনিই রাখেন; অথবা তারা জানবে যারা আপনার অবস্থা সম্পর্কে অবগত। যে ব্যক্তি পরীক্ষার সময় সত্যবাদী প্রমাণিত হয় এবং সত্যকে পরিত্যাগ করে না, তার সত্যবাদিতার ওপর সিলমোহর লেগে যায়। যদি এই মোহর আপনার কাছে থাকে তবে পেশ করুন, অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করুন– পাছে তিনি আপনার পর্দা ফাঁস করে দেন।

যে মামলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে– অর্থাৎ মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব যেখানে ঘর ভেঙে ফেলার দাবি উত্থাপন করেছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, শংকর দাস নামক এক হিন্দু ডেপুটি জম্মু রাজ্যে সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কাদিয়ানে অবস্থিত 'মসজিদে আকসা'-র পূর্ব দিকের একটি পরিত্যক্ত জমি দখল করে সেখানে ঘর তুলেছিলেন, যেখানে পরবর্তী সময়ে 'সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া'-র অফিসগুলো নির্মাণ করা হয়। মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব সেই ঘর ভেঙে ফেলার আর্জি জানিয়ে মামলা করেছিলেন, কিন্তু মামলা সাজানোর ক্ষেত্রে একটি বিষয় অবাস্তব ছিল, যা প্রমাণিত হলে মামলাটি খারিজ হয়ে যেত। আর মামলা খারিজ হবার ফলে শুধু মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের নয়, বরং স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরও ক্ষতি হতো, কারণ সেই জমির মালিকানাস্বত্ব হাতছাড়া হবার আশঙ্কা ছিল। প্রতিপক্ষ অর্থাৎ শংকর দাসের সেই জমির মালিকানা ছিল না, কিন্তু তার দখলে ছিল। সে মালিক ছিল না ঠিকই, তবে জমিটি দখল করে নিয়েছিল। বিরোধী পক্ষ এই সুবিধাই নিতে চেয়েছিল এবং তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সাক্ষ্য দেবার জন্য তলব করেছিল। কারণ ঘোর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তারা জানত, হযরত মির্যা সাহেব মিথ্যা বলবেন না এবং তিনি আদালতে এ বয়ানই দেবেন যে, দখল প্রতিপক্ষের এবং দীর্ঘ সময় ধরে সেটি তাদের দখলে রয়েছে। আর এমনটিই ঘটেছিল। সাহেবযাদা মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব যখন জানতে পারেন– প্রতিপক্ষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাক্ষ্য তলব করেছে, তখন মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবও জানতেন, হুযূর (আ.) কখনোই মিথ্যা বলবেন না। তাই তিনি মামলাটিই প্রত্যাহার করে নেন। যাহোক, সেই উঁচু সুরম্য বাড়ির ইতিহাস হলো, এটি ডেপুটি শংকর দাসের দালান হিসেবে পরিচিত ছিল, যে ছিল চরম ধর্মান্ধ ও বিরোধী। তার এই বহুতল ঘর থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাড়ির পর্দা বিঘ্নিত হতো। মামলা করার এটিও একটি কারণ ছিল। তার বিরোধিতার ধরন এমন ছিল যে, মুসল্লিরা যখন মসজিদে আকসায় নামাযের জন্য যেতেন তখন এই ডেপুটি নিজের ঘরের দরজার সামনে বসে পথচারীদের গালিগালাজ করত, বিভিন্ন উপায়ে কষ্ট ও যন্ত্রণা দিত। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ যখন তাদের নেতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে অভিযোগ নিয়ে আসতেন তখন তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও প্রতাপের সাথে তাদের সাহস জোগাতেন এবং বলতেন, ধৈর্যধারণ করো। রাজকীয় ক্যাম্পের সামনে কেউ টিকতে পারে না। সে নিজের একটি আড্ডা জমিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের ক্যাম্পও রাজকীয় ক্যাম্প, আল্লাহ্ তা'লার ক্যাম্প; এর সামনে কেউ টিকবে না।

অতঃপর যারা দেখার তারা দেখেছে আর যারা শোনার তারা শুনেছে যে, ডেপুটি সাহেবের প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা সেই ঘর বিরান হতে থাকে। অবশেষে সে নিজেও অসুস্থ হয়ে বা অন্য কোনো কারণে সেখান থেকে চলে যায় এবং সেই বাড়িটি হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) ক্রয় করেন। **১৯৩২** সালে সেই বাড়িতে সদর আঞ্জুমানে

আহমদীয়ার দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্‌বোধন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) করেছেন। যাহোক খোদা তা'লার মহিমা হলো, সেই ব্যক্তি যে ইতোপূর্বে বড়ো দম্ভভরে নিজের বাড়ির সামনে দিয়ে মসজিদ অভিমুখে কোনো নামাযীকে চলাচলও করতে দিত না– আজ খোদা তা'লার নিয়তি তার নামগন্ধও নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সেই পুরো বাড়ি, সেই স্থানকে মসজিদ বনিয়ে দেন। এখন সেটি মসজিদে আকসার অংশ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সততা ও সত্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত এই সাক্ষ্যের এমন মহান কল্যাণ ছিল যে, তিনি সত্য পরিত্যাগ করেন নি আর এর বিপরীতে পারিবারিক সম্মান ও মর্যাদারও ভ্রূক্ষেপ করেন নি কিংবা ভূসম্পত্তি ও ধনসম্পদ বিনষ্ট হবার ভয়ও করেন নি। যেন নিজের হাতে এসব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন। কিন্তু খোদা তা'লা এই আত্মত্যাগকে এত অসাধারণভাবে কবুল করেছেন আর মাহাত্ম্য ও কল্যাণ দান করেছেন যে, আজ মিনারাতুল মসীহ্‌র ঠিক নীচেই সেটি এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই মামলা পরিচালনাকারী সেই উকিল সাহেব সম্পর্কে বলেন, সেই সময় অধিকাংশ মামলা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষে গুরুদাসপুরের উকিল শেখ আলী আহমদ সাহেব পরিচালনা করতেন। তিনি তাঁর (আ.) পবিত্র জীবন দেখে দাবির পরেও তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত সুধারণা রাখতেন, যদিও তিনি আহমদী ছিলেন না। তিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন, আর কোনো সাক্ষীও তো নেই, এছাড়াও সেই পত্র এই বিষয়বস্তু সংক্রান্তই ছিল যা ডাকঘর বিষয়ক প্রথম মামলা ছিল আর সেটি ইশতেহারেরই অংশ বলা যেতে পারে। *হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ডাকঘর সংক্রান্ত মামলার বিশদ বিবরণ তুলে ধরছেন।* তিনি (উকিল সাহেব) বলেন, (এটিকে) ইশতেহারেরই অংশ বলা যেতে পারে; তাই আপনি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়েই বলতে পারেন, আমি তো ইশতেহারই প্রেরণ করেছিলাম, কোনো পত্র প্রেরণ করি নাই। কিন্তু তিনি (আ.) এমনটি করতে অস্বীকার করেন আর বলেন, এটি হতে পারে না। এটি সূক্ষ্ম বিচারে সত্যের পরিপন্থি। আমি তো সেখানে পত্র রেখেছিলাম; যদিও সেটি পাণ্ডুলিপির অংশ ছিল, কিন্তু সেটি তো পত্রই ছিল। তাই আমি এটিই বলব যে, পত্র রেখেছিলাম। যে কাজটি আমি করেছি তা কীভাবে অস্বীকার করতে পারি? তিনি (আ.) যখন আদালতে হাজিরা দেন আর বিচারক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি কোনো পত্র পাণ্ডুলিপিতে রেখেছিলেন? তখন তিনি (আ.) জবাব দেন, হ্যাঁ। এই সত্যবাদিতার প্রভাব অন্যদের ওপর তো পড়েছিলই, এমনকি স্বয়ং বিচারকের ওপরও এর এত গভীর প্রভাব পড়েছিল যে, তিনি তাঁকে বেকসুর খালাস দিয়ে বলেন, একটি পরিভাষাগত অপরাধের কারণে এমন সত্যবাদী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায় না।

ডাকঘর সংক্রান্ত মামলার উকিলের কথা বলতে গিয়ে হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, আমাকে উকিল শেখ আলী আহমদ সাহেব নিজে বলেছেন; *এটি উকিল সাহেবের নিজের বিবৃতি, সেই ব্যক্তি নিজে ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.)-কে এই মামলার ঘটনাবলি শুনিয়ে বলেন*, তিনি (উকিল সাহেব) বলেন, এই মামলাটি শেষবার দিনানগরে পেশ করা হয়েছিল। আমি পুরো চেষ্টা করেছিলাম, মির্যা সাহেব যেন অস্বীকারমূলক বিবৃতি দেন যে, এই পত্র আমি এর মাঝে রাখি নি। আমার বিশ্বাস ছিল, এই পত্রটি সেই প্যাকেট থেকেই বের হয়েছিল মর্মে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব

ছিল না। এ ব্যাপারে কোনো সাক্ষ্যও ছিল না। ধর্মীয় মতপার্থক্যের কারণে লালা রালইয়া রাম-এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্যই ছিল না। আমি যতই জোর দেই, মির্যা সাহেব ততই অস্বীকৃতি জানান। যদিও আমি তাকে সতর্ক করি যে, এর পরিণাম ভালো হবে না এবং অকারণে একটি সম্মানিত পরিবারের ওপর ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত হবার কলঙ্ক লেপন করা হবে। আমি বলেছিলাম, এখন তো সবকিছুই আপনাদের বিপক্ষে যাচ্ছে। উকিল সাহেব বলেন, তিনি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার কথায় সম্মত হন নি। যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, আমি এটি অস্বীকার করব না, উকিল সাহেব বলেন, তখন আমি সেই সুযোগ নিয়ে বলি, আপনি যদি আমার কথা না মানেন তবে আমি আর এই মামলা লড়ব না, আমি আপনার ওকালতি করতে পারব না। আমার ধারণা ছিল, মামলায় সাজা হয়ে যাবে এবং দোষ তাঁর ওপর বর্তাবে যে, উকিলের পরামর্শের বিরুদ্ধে কাজ করার কারণে এমনটি হয়েছে। উকিল সাহেবেরও পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাজা হয়েই যাবে। আর যদি সাজা হয়ে যায়, তবে লোকে বলবে, এ কেমন উকিল ছিল যে সঠিকভাবে মামলাটি পেশ করতে পারে নি। তিনি বলেন, আমি নিজের বদনামির ভয়ে এই বিরক্তি প্রকাশ করে আদালতে হাযির হই নি এবং আমার অনুপস্থিতিতেই মামলা উত্থাপিত হয়। আমি বলি, ঠিক আছে, আমি আর উপস্থিত হচ্ছি না। কিন্তু উকিল সাহেব নিজেই বলেন, আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না যখন মামলাটি খারিজ হয়ে গেল। আমার আক্ষেপ হলো, আমি অনর্থক এই সাফল্যের সাধুবাদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হলাম, কিন্তু ততক্ষণে সময় পার হয়ে গিয়েছিল।

শেখ আলী আহমদ সাহেব এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় হযরত সাহেবের দৃঢ়তা এবং সত্যনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। তার সাথে এই পরিবারের সম্পর্ক মৃত্যু অবধি ছিল এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সাধারণত প্রতিটি মামলায় তার কাছে পরামর্শ নিতে পছন্দ করতেন এবং তাকে সম্মান করতেন।

এসব মামলার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত শেখ নূর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, আমার বাবা ও চাচা বলতেন যে, আমাদের গ্রাম মির্যা সাহেবের তালুকদারির (জমিদারির) অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছুকাল হুযূর (আ.) তাঁর পিতার মোক্তার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদের সাথেও অনেকবার মামলার শুনানিতে আদালতে যেতে হয়েছে। মামলার কিছুটা ক্ষতি হলেও তিনি সর্বদা সত্যের দিকটি বেছে নিতেন। মোদ্দা কথা, সত্যকে তিনি কক্ষনো হাতছাড়া করতেন না, মিথ্যাকে ধারেকাছেও ঘেঁষতে দিতেন না।

হযরত মিঁয়া আল্লাহ্ ইয়ার সাহেব বর্ণনা করেন, একদা যখন হযরত আকদাসের বয়স পঁচিশ-ত্রিশ বছর ছিল, তখন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার সাথে তাদের জমিতে বসবাসকারী বর্গাচাষিদের সাথে গাছ কাটা নিয়ে একটি বিরোধ তৈরি হয়। তাঁর পিতার অভিমত ছিল, জমির মালিক হবার সুবাদে গাছগুলোও আমাদের। তাই তিনি বর্গাচাষিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন এবং হুযূরকে মামলার তদারকির জন্য গুরুদাসপুরে পাঠান। তাঁর সাথে দুইজন সাক্ষীও ছিল। হযরত আকদাস যখন খাল পার হয়ে পতনওয়ালা গ্রামে পৌঁছান, তখন পথে একটু বিশ্রামের জন্য বসেন এবং সঙ্গীদের সম্বোধন করে বলেন, আব্বাজান অযথাই বাড়াবাড়ি করছেন; গাছও তো ফসলের মতোই হয়। এরা গরিব মানুষ, যদি কেটেই ফেলে তবে ক্ষতি কী? যা-ই হোক, আমি তো আদালতে এ কথা বলতে পারব না যে, এগুলো পুরোপুরিই আমাদের; হ্যাঁ, তাতে আমাদের অংশ থাকতে পারে।

বর্গাচাষিদেরও তাঁর ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাই যখন ম্যাজিস্ট্রেট প্রজাদের কাছে আসল বিষয়টি জানতে চান, অর্থাৎ যারা বংশানুক্রমিক কৃষক বা বর্গাচাষি ছিল তাদের জিজ্ঞেস করেন, তখন তারা নির্দ্বিধায় জবাব দেয়, স্বয়ং মির্যা সাহেবকেই জিজ্ঞেস করে নিন। অর্থাৎ সেই চাষি বা প্রজারা বলে, তাঁর কাছ থেকেই জেনে নিন, আমাদের সাক্ষ্যের কী প্রয়োজন? আমরা জানি, তিনি মিথ্যা বলবেন না। অতঃপর ম্যাজিস্ট্রেট হুযূরকে জিজ্ঞেস করেন। হুযূর বলেন, আমার মতে গাছ ফসলের মতোই; ফসলে আমাদের যেমন অংশ আছে, গাছেও তেমনটিই আছে। তার এই জবানবন্দির ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট প্রজাদের পক্ষে রায় দেন। এরপর হুযূর যখন কাদিয়ানে ফিরে আসেন তখন হযরত মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেব তাঁর সাথে যাওয়া এক সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করেন, কী রায় হলো? সে বলে, আমি তো বাইরে ছিলাম, মির্যা সাহেব ভেতরে গিয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকেই জানা যাবে। তখন হুযূরকে ডাকা হয়। হুযূর সমস্ত ঘটনা কোনো রাখঢাক ছাড়াই বর্ণনা করে দেন যা শুনে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা অত্যন্ত রুষ্ট হন। *তিনি তাঁর ওপর খুব অসন্তুষ্ট হন।*

যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যবাদিতা সম্পর্কে এই কয়েকটি ঘটনা আমি উপস্থাপন করেছি। একটি ঘটনাই অনেক দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, যা তিনি (আ.) এক ভ্রান্ত মৌলভীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। মোদ্দা কথা, তিনি সর্বদা সত্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং মিথ্যার ধারেকাছেও যান নি, আর তিনি সর্বদা তাঁর অনুসারীদেরকেও এই উপদেশই দিয়েছেন যেন তারা সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এমনকি বয়আতের শর্তাবলিতেও এটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, আমরা মিথ্যাকে ঘৃণা করব এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব।

অতএব, আমাদের দায়িত্ব হলো সত্যের এই বৈশিষ্ট্যকে আমাদের বিশেষ পরিচিতি বানিয়ে নেওয়া। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)